হাদিস শরিফের আলোকে

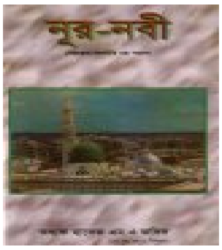

সৃষ্টির শুরু ঃ নূরে মোহাম্মদীর (দঃ) সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতি

অনাদি ও অনন্ত স্বত্তা আল্লাহ রাববুল আলামীন যখন একা ও অপ্রকাশিত ছিলেন, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশের সাধ ও ইচ্ছা জাগরিত হলো। তখন তিনি একক সৃষ্টি হিসেবে নবী করিম (দঃ)-এর নূর মোবারক পয়দা করলেন এবং নাম রাখলেন মোহাম্মদ (দঃ) (কানজুদ্দাকায়েক ইমাম গাজ্জালী)। সেই নূরে মোহাম্মদীর সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্বয়ং নবী করিম (দঃ) মারফু মুত্তাসিল হাদীসের মাধ্যমে পরিস্কার ব্যাখ্যা করে গেছেন। উক্ত হাদীসটি বর্নিত হয়েছে রাসুলে পাক (দঃ) এর একনিষ্ঠ খাদেম ও মদিনার ৬নং সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক। উক্ত হাদীসটি প্রথম সংকলিত হয়েছে "মোসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক" নামক হাদীস গ্রন্থে। মোহাদ্দেস আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ইমাম বোখারী (রাঃ)-এর দাদা ওস্তাদ। পরবর্তীতে উক্ত গ্রন্থ হতে অনেক হাদীস বিশারদগন নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীস খানা সংকলিত করেছেন। যেমন— ইমাম কুস্তুলানী (রহঃ) তাঁর রচিত নবী করিম (দঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায়' উক্ত হাদীসখানা সংকলন করেছেন। মিশরের আল্লামা ইউসুফ নাব্হানী তারঁ রচিত আন্ওয়ারে মোহাম্মাদীয়া নামক আরবী গ্রন্থেও উক্ত হাদীস খানা উল্লেখ করেছেন। নবী করিম (দঃ) এর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে এই হাদীস খানা স্বব্যাখ্যাত এবং বিস্তারিত। তাই বিজ্ঞ পাঠকের সামনে আমরা উক্ত হাদীসখানার অনুবাদ তুলে ধরছি। এ রেওয়ায়াত ছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়াত অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও খন্ডিত এবং উসুলে হাদীসের মাপকাঠিতে অনির্ভরযোগ্য বা মারজুহ্। হাদীসখানা নিম্নরূপ ঃ

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهٖ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ
قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِيْ عَنْ اَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰے
قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَاجَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰے خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ
نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰے وَلَمْ يَكُنْ
فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ

وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا اِنْسِيٌّ فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِيِ اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِيِ الْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمٰوَاتِ وَمِنَ الثَّانِيِ الْاَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمِنَ الثَّانِيِ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اُنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-

অর্থ ঃ "ইমাম আবদুর রাজ্জাক (ইমাম বোখারীর ওস্তাদ) তাঁর সনদ ও সূত্র পরম্পরায় বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের ইব্‌নে আবদুললাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন— আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (দঃ)! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কোন্ বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে নবী করীম (দঃ) বললেন— "হে জাবের, আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম সমস্ত বস্তুর পূর্বে 'আপন নূর হতে' তোমার নবীর নূর পয়দা করেছেন। তারপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী ঐ নূর পরিভ্রমণ করতে লাগল। ঐ সময় না ছিল লাওহে-মাহফুজ, না ছিল কলম, না ছিল বেহেস্ত, না ছিল দোজখ, না ছিল ফিরিস্তা, না ছিল আকাশ, না ছিল পৃথিবী, না ছিল সূর্য, না ছিল চন্দ্র, না ছিল জ্বীন জাতি, না ছিল মানবজাতি। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তায়ালা অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করার মনস্থ করলেন, তখন ঐ নূরকে চারভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে কলম, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে লাওহে-মাহফুজ এবং তৃতীয় অংশ দিয়ে আরশ সৃষ্টি করলেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আরশ বহনকারী ফিরিস্তা,

দ্বিতীয় অংশ দিয়ে কুরসি এবং তৃতীয় অংশ দিয়ে অন্যান্য ফিরিস্তা সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় চার ভাগের অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আকাশ, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে জমিন (পৃথিবী) এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে বেহেস্ত ও দোজখ সৃষ্টি করলেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে পুনরায় চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে মোমেনদের নয়নের দৃষ্টি- নূর, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে কলবের নূর তথা আল্লাহর মারেফাত এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে তাদের মহব্বতের নূর তথা তাওহীদী কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' সৃষ্টি করলেন"। (বাকী অংশ থেকে অন্যান্য সৃষ্টি জগত পয়দা করলেন)। –মাওয়াহেব

উক্ত হাদীসে বর্ণিত 'মিন নূরিহী' শব্দটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত শরীফে লিখেছেন- আয় 'মিন লুমআতে নূরিহী' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপন জাতি নূরের জ্যোতি দিয়ে নবীজীর নূর পয়দা করেছেন। মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) মকতুবাত শরীফের ৩য় খন্ড ১০০ নম্বর মকতুবে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে স্বীয় নূরদ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

অন্য এক হাদীসে হযরত আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (রাঃ) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে নবী করীম (দঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন—

كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَبِّىْ قَبْلَ خَلْقِ اٰدَمَ بِاَرْبَعَةِ عَشَرَ اَلْفِ عَامٍ –

অর্থ ঃ "আমি (নবী) আদম সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আমার প্রতিপালকের নিকট নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম"। (ঐ জগতের একদিন পৃথিবীর এক হাজার বৎসরের সমান)। অংকের হিসাবে ৫০৪,০০,০০০০০ (পাঁচ শত চার কোটি) বৎসর হয়। বেদায়া ও নেহায়া এবং আন্‌ওয়ারে মোহাম্মদীয়া গ্রন্থ সূত্রে এই হাদীসখানা উদ্ধৃত করা হল।

তাফসীরে রুহুল বয়ান সুরা তওবার শেষ আয়াতের তাফসীরে

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ

"তোমাদের নিকট এক মহান রাসুলের আগমন হয়েছে"— প্রসঙ্গে নবী করিম (দঃ) কোথা হতে আসলেন- সে সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَاجِبْرِيْلُ كَمْ عُمُرُكَ مِنَ السِّنِيْنَ - فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَسْتُ اَعْلَمُ غَيْرَ اَنَّ فِى الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْمًا يَطْلَعُ فِىْ كُلِّ سَبْعِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً - رَاَيْتُهٗ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ اَلْفَ مَرَّةً فَقَالَ يَاجِبْرِيْلُ وَعِزَّةِ رَبِّىْ اَنَا ذٰلِكَ الْكَوْكَبُ -

"একদিন হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে কথা প্রসঙ্গে নবী করীম (দঃ) তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন— আমি শুধু এতটুকু জানি যে, চতুর্থ আকাশে একটি উজ্জ্বল তারকা ৭০ হাজার বৎসর পর পর একবার উদিত হত। অর্থাৎ সত্তর হাজার বৎসর উদিত অবস্থায় এবং সত্তর হাজার বৎসর অস্তমিত অবস্থায় ঐ তারকাটি বিরাজমান ছিল। আমি ঐ তারকাটিকে ৭২ হাজার বার উদয় হতে দেখেছি। তখন নবী করীম (দঃ) বললেন খোদার শপথ, আমিই ছিলাম ঐ তারকা"। মুসলিম শরীফ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)।

রাসুল করীম (দঃ)-এর সৃষ্টি রহস্য এত গভীর যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ প্রকৃত অবস্থা জানে না। ওহাবী সম্প্রদায়ের নেতা দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাশেম নানুতবী সাহেব নবী করিম (দঃ) –এর বাহ্যিক আবরণের ভিতরে যে প্রকৃত রূপটি লুক্কায়িত ও রহস্যাবৃত রয়েছে, তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন এভাবেঃ-

رها جمال پہ تیرے حجاب بشریت - ورنہ جانا کسے نے تجھے بجز ستار -

অর্থঃ "হে প্রিয় নবী (দঃ)! আপনার প্রকৃত রূপটি তো মানবীয় দেহের আবরনে ঢাকা পড়ে আছে। আপনাকে আপনার গোপণকারী ও আবরণকারী প্রভূ ছাড়া অন্য কেউই চিন্‌তে পারেনি"।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাসুল করীম (দঃ) –এর রূপ তিনটি । যথা— ছুরতে বাশারী, ছুরতে মালাকী ও ছুরতে হককী । (তাফসীরে রূহুল বয়ান ও তাফসীরে কাদেরী)। সাধারণ মানুষ শুধু দেখতে পায় বশরী ছুরতটি। অন্য দুটি ছুরত খাস লোক ছাড়া দেখা সম্ভব নয়।